প্রথম আলো বাংলাদেশ

বেসরকারিভাবে পাঁচ লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক | আপডেট: ০২:৪৮, জুন ২৫, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

বাংলাদেশ থেকে আগামী এক বছরের মধ্যে বেসরকারিভাবে কয়েক লাখ কর্মী নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মালয়েশিয়া। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলছে এই সংখ্যা পাঁচ লাখ।

গতকাল বুধবার কুয়ালালামপুরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে মালয়েশীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ জাহিদ হামিদির বৈঠক হয়। সেখানেই এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কাজী আবুল কালামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। পরে কাজী আবুল কালাম প্রথম আলোকে বলেন, এক বছরে পাঁচ লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া। এ বিষয়ে ঈদের পর সমঝোতা স্মারক সই হবে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় জানায়, ২০১২ সালে সরকারি পর্যায়ে (জিটুজি) কর্মী পাঠানোর জন্য চুক্তি হয়েছিল। এর জন্য আগ্রহীদের যে তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকেই বাছাই করে নতুন পাঁচ লাখ কর্মী নেবে মালয়েশিয়া। বেসরকারিভাবে মালয়েশিয়ায় যেতে আগ্রহী ব্যক্তিদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। প্রাথমিকভাবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে। পরে তা এক বছর বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। সরকারের সংস্থা এ নিয়োগ-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে।

বেসরকারি পর্যায়ে এভাবে শ্রমিক নিয়োগের প্রক্রিয়াকে বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গতকালের বৈঠকে মালয়েশিয়ার একটি প্রতিনিধি দলকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী। ওই প্রতিনিধি দলের সফরের পরই কর্মী পাঠানোর বিষয়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হবে।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দেয় দেশটি। দীর্ঘ কূটনৈতিক যোগাযোগের পর ২০১২ সালের ২৬ নভেম্বর দুই দেশের মধ্যে সরকারিভাবে কর্মী নেওয়ার চুক্তি হয়। এরপর মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের ১৪ লাখ ৫০ হাজার লোক নিবন্ধন করেন। কিন্তু গত তিন বছরে মাত্র সাড়ে সাত হাজার কর্মী নিয়েছে দেশটি। অথচ একই সময়ে ছাত্র ও পর্যটক সেজে সেখানে গেছেন অন্তত এক লাখ লোক। আর বঙ্গোপসাগর দিয়ে সাগরপথে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন দেড় লাখ লোক।

সম্প্রতি থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় গণকবর আবিষ্কার এবং এ নিয়ে হইচই শুরুর পর আবার বেসরকারিভাবে কর্মী নেওয়ার প্রস্তাব দিল মালয়েশিয়া।